উদ্ভিদ রোগবার্তা

Plant Disease Bulletin

(A Monthly Newsletter of Plant Disease Clinic)

বর্ষ ০১ ❖ সংখ্যা ০৩ ❖ মার্চ ২০১৯

উপদেষ্টামন্ডলী

প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর ড. সালাহউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রফেসর ড. নাজনীন সুলতানা
প্রফেসর ড. খাদিজা আক্তার

নির্বাহী সম্পাদক

আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ, সহযোগী অধ্যাপক

কারিগরী সম্পাদক

ড. মোঃ তোহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক

সম্পাদনা সহযোগী

প্রফেসর ড. ফাতেমা বেগম
প্রফেসর ড. নাজমুন নাহার তনু
সুক্তি রানী চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক
সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন, সহকারী অধ্যাপক

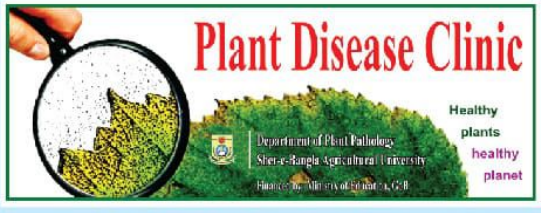

প্রকাশনায় ও সার্বিক যোগাযোগ

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।
মোবাইল নংঃ ০১৬৭৬০০৮২৮১
Email: info@plantdiseaseclinic.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কৃষি নির্ভর। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিবিড় ফসল উৎপাদন, কৃষি জমি হ্রাস, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীণতা ও ফসলের বালাই সমস্যা কৃষি উৎপাদনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড় দ্বারা ফসলের ক্ষতিসাধন হচ্ছে। এ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কৃষকগণ বিপুল পরিমান বালাইনাশক ব্যবহার করছেন। এতে একদিকে ফসলের উৎপাদন খরচ বাড়ছে অন্যদিকে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে নানরকম ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ফসলকে রক্ষা করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে আমরা একটি ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক (http://plantdiseaseclinic.com/) তৈরি করেছি। ওয়েবসাইটি দেশের প্রধান প্রধান ফসলের প্রধান রোগসমূহ সম্পর্কে চেনা-জানা এবং তাদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে কৃষক, প্রশিক্ষক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, কৃষি সম্প্রসারণকর্মী, বালাইনাশক ও সার ব্যবসায়ী ও কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দ, এনজিও কর্মী এবং ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত সকলের যথেষ্ট উপকারে আসবে।

এ ওয়েবসাইটে বাংলদেশে উৎপাদিত দানা জাতীয় শস্য, ডাল জাতীয় ফসল, তৈল জাতীয় ফসল, আঁশ জাতীয় ফসল, অর্থকরী ফসল, সবজি জাতীয় ফসল, কন্দাল জাতীয় ফসল, মসলা জাতীয় ফসল, ফল জাতীয় ফসল, ফুল জাতীয় ফসল, বৃক্ষ ও বাহারী গাছের প্রধান প্রধান রোগসমূহের কারন, লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে ছবিসহ বিষদভাবে বর্ননা করা হয়েছে। এখানে সর্বমোট ১১৪ ফসলের ৫৩২ টি রোগের বর্ননা রয়েছে।

এ ওয়েবাসাইটটির রচনা, ডিজাইন ও অর্থায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর প্রতি, এ ওয়েবাসাইটটির প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য। প্রথম উদ্যোগ হিসেবে এখানে কিছ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে সকলের মতামত ও পরামর্শ পরবর্তীতে এর উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবে।

এ সংখ্যার প্রতিবেদন

ফসলের বালাই সমস্যা সমাধানে প্লান্ট ক্লিনিক

আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই তাহলে দেখি একজন ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার জন্য প্রথমে ছুটে যান ডাক্তারের কাছে কোন ক্লিনিক কিংবা হাসপাতালে। ডাক্তার সাধারণত রোগ সনাক্তকরণ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। কিন্তু রোগের কারণ অজানা হলে, যথাযথভাবে রোগ সনাক্তকরণের জন্য তাকে যেতে হয় ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে। বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিপোর্টের ভিত্তিতে পরামর্শপত্র দেয় ডাক্তার। ভেটেরিনারি ক্লিনিকে গবাদিপশুর জন্যও রয়েছে তেমনি সুব্যবস্থা। তেমনি ফসলের রোগ-বালাই সঠিকভাবে সনাক্তকরনের ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজন প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক।

কার্যকরভাবে ফসলের রোগ-বালাই দমনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিকভাবে রোগ-বালাই সনাক্তকরণ। কেননা উদ্ভিদ রোগের জৈবিক কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে ছত্রাক, ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস যেগুলো বিস্তৃত জৈব বৈচিত্র প্রদর্শন করে। শুধুমাত্র ছত্রাকের রয়েছে ব্যাপক সীমার পোষক নির্দিষ্টতা, সংক্রমণের পরিবেশগত চাহিদা, বালাইনাশক সংবেদনশীলতা এবং মাটিতে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার ক্ষমতা। ল্যাবরেটরী কৌশল ব্যতিরেকে এসব রোগের কারন সনাক্তকরণ অত্যন্ত জটিল, কারণ ফসলের মাঠে বিভিন্ন রোগ-বালাই এর আক্রমণে প্রায় একইরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। এছাড়াও অপুষ্টি ও বিষাক্ততাজনিত লক্ষণসমূহও রোগের লক্ষণের অনুরূপ মনে হয়। সেক্ষেত্রে রোগের কারন সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কৃষকেরা তখন ছুটে যায় বালাইনাশকের দোকানসমূহে। যেহেতু তার উদ্ভিদ রোগ সম্পর্কে তেমন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নয় তাই তারা ইচ্ছেমত কয়েকটি বালাইনাশকের পরামর্শ দেয়। কৃষকরা এগুলো একের পর এক ব্যবহার করতে থাকে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ একদিকে যেমন হয়রানির শিকার হচ্ছে অন্যদিকে বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পাশাপাশি এসব রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বালাইনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারনে ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশেই ফসলের রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠেছে প্লান্ট ক্লিনিক। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে কমপক্ষে একটি করে প্লান্ট ক্লিনিক রয়েছে যেখানে ফসলের বালাই সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ ও কৃষকদের করিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষাখাতে উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফসলের রোগ-বালাই সমস্যা গ্রহণ, চিহ্নিতকরণ (Diagnosis) ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান (Issue of Prescription) লক্ষ্যকে সামনে রেখে Plant Disease Clinic প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সমস্যা সমাধানে সরাসরি কৃষকদের সাথে সম্পৃক্ত। এসব সম্প্রসারণ কর্মীদের বালাই সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক এর আওতায় একটি ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে সর্বমোট ১১৪ ফসলের ৫৩২ টি রোগ কারন, লক্ষণ, প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপত্রসহ সচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিকের সহায়তায় কৃষকরা তাদের ফসলের রোগ-বালাই দমনে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে। ফলে বালাইনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমবে এবং ফসলের উৎপাদন খরচও কমে আসবে। আবার রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণের কারণে ফসলের উৎপাদনও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। দেশব্যাপি কৃষকদের মাঝে এই সুবিধা পৌছে দিতে হলে, দেশব্যাপি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে এসব ক্লিনিক সমূহ থেকে সূলভ মূল্যে কৃষকদেরকে ফসলের বালাই সংক্রান্ত সমস্যার সঠিক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা যায় ।

এ সময়ে ফসলের রোগ দমনে করণীয়

কাঁঠালের মুচিপচা রোগে করণীয়

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। কাঁঠালের রোগের মধ্যে মুচি পচা এবং কাঁঠাল পচা রোগই প্রধান। ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে দেশের সর্বত্র কাঁঠালে মুচি পচা রোগ দেখা দেয়। প্রতিবছর প্রায় দশভাগ ফলন নষ্ট হয় কাঁঠালের মুচি পঁচা রোগের কারণে।

লক্ষণঃ রাইজোপাস আরটোকারপি নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়। মৌসুমের শুরুতে গাছে কাঁঠালের মুচিতে পঁচন ধরে। সাধারণত মুচির বোটা থেকে পচন শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ মুচিতে বিস্তৃত হয়। এসময় মুচির উপর মাকড়সার জালের মতো ছত্রাকের মাইসেলিয়াম দেখা যায়। সবশেষে মুচি পচে গাছ থেকে ঝরে পড়ে। অনেকসময় এ রোগ পূর্নাঙ্গ কাঁঠালেও পরিলক্ষিত হয়। এতে কাঁঠালে পচন ধরে। কাঁঠাল সংগ্রহোত্তর কাঁঠাল পচা রোগের আক্রমণের ব্যপকতা বৃদ্ধি পায়। যদি কাঁঠাল গাছের আশেপাশে গোবর বা কম্পোস্টের স্তুপ থাকে বা ডাস্টবিন থাকে অথবা ময়লা আবর্জনার স্তুপ থাকে সেক্ষেত্রে এ রোগের প্রাদূর্ভাব বেশী হয়। কারন ছত্রাকের জন্য এসব জায়গা উত্তম আশ্রয়স্থল।

করণীয়ঃ গাছে মুচি আসার আগে গাছের কান্ডের ডালপালা হালকা ছাটাই করে দিতে হবে। আক্রান্ত মুচি ছিড়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রমন দেখা দিলে ২ গ্রাম ডাইথেন এম ৪৫ বা ০.৫ মিলি রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে। কাঁঠাল গাছের আশেপাশে গোবর, কম্পোস্টের স্তুপ, ডাস্টবিন বা ময়লা আবর্জনার স্তুপ থাকলে তা অবশ্যই অপসারণ করতে হবে। এতে মুচি এবং কাঁঠাল পঁচা রোগ দুটোই কমে যাবে।

ফসলের রোগের পূর্বাভাস

এসময় ধানে ব্লাস্ট রোগের সম্ভাবনা থাকে। দিনে অধিক তাপমাত্রা, রাতের নিম্ন তাপমাত্রা, আগাম বৃষ্টিপাত, ঝড়ো আবহাওয়া, সকালের কুয়াশা ও শিশির, মৃদু বাতাস, ইউরিয়া সার বেশী ব্যবহার, জমিতে পটাশ সার কম দেয়াসহ অধিক আদ্রতার কারনে এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। কুশি অবস্থায় রোগটি দেখা দিলে বিঘা প্রতি প্রায় ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ধানের থোড় আসার পর একবার এবং ফুল আসার পর আবার ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। রোগ প্রতিরোধে ট্রাইসাইকাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ ট্রপার ৭৫ ডব্লিউপি বা জিল ৭৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ০.৮১ গ্রাম অথবা (টেবুকোনাজল ৫০% + ট্রাইফ্লুক্সিট্রোবিন ২৫%) জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমনঃ নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি ১০ লিটার পানিতে ৭.৫ গ্রাম মিশিয়ে বিকেলে স্প্রে করা। অথবা এ রোগের জন্য অনুমোদিত অন্য যে কোন ছত্রাকনাশক যেমন ফিলিয়া, স্টেনজা, কারিশমা, নোভা প্রভৃতি অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। তবে ধানের নেক ব্লাস্টের জন্য ট্রাইসাইকাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশকসমূহের কার্যকারিতা বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষন করুন। অনুকুল আবহাওয়ায় উপরোক্ত ছত্রাকনাশকসমূহ ছিটিয়ে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

আপনার সমস্যা আমাদের সমাধান

ওমর ফারুক, গ্রাম-বিছন্দই, উপজেলা-হাতিবান্ধা, জেলা-লালমনিরহাট

প্রশ্নঃ আলু গাছের পাতা খসখসে হয়ে যায় এবং ওপরের দিকে মুড়ে যায়। এর প্রতিকার কী?

উত্তরঃ এটি আলুর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ হলে পাতা খাঁড়া ও ওপরের দিকে মুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি রঙ হালকা সবুজ হয়ে যায়। কখনও কখনও পাতার কিনারা লালচে বেগুনি রঙের হয়ে যায়। গাছ আকারে খাটো হয় কেননা এ রোগে গাছের বাড়বাড়তি বন্ধ হয়ে যায়। ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কমে যায় কারণ আলুর আকার যেমন ছোট হয় তেমনি আলুর সংখ্যাও অনেক কম হয়। এ রোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য আলুর রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। এক লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার এজেড্রিন/নোভাক্রন/ মেনেড্রিন অথবা ১ মিলিলিটার ডাইমেক্রন মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর জমিতে স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছ আলুসহ তুলে ফেলতে হবে।

সেলিম রেজা, গ্রাম- মমিরা, উপজেলা- গাংনী, জেলা-মেহেরপুর

প্রশ্নঃ মসুর গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়, গাছের গোড়ায় পচন দেখা যায়। কী করলে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ এটি মসুরের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। চারা ও বয়স্ক অবস্থায় এ রোগের আক্রমণ হয়। পাতা আস্তে আস্তে হলুদ হয়ে গাছ ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে যায়। মাটি যদি ভেজা থাকে তাহলে গাছের গোড়ায় সাদা তুলার মতো বস্তু ও সরিষার দানার মতো গুটি দেখা যায়। এ রোগের দমনের জন্য ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে কারণ রোগের জীবাণু এ অংশ বা মাটিতে বেঁচে থাকে এবং পরের বছর ফসলে আক্রমণ করে। আক্রমণ বেশি হলে অটোস্টিন ২ গ্রাম/ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে মাটিসহ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। বপনের আগে প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম প্রভেক্স বা কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে এ রোগ বেশি হয় বলে জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। মাটিতে জৈবসারের ব্যবহার বাড়িয়ে দিতে হবে। ফসল তোলার পর জমিতে কয়েকবার অন্য ফসল চাষ করে আবার মসুর চাষ করলে রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

মোঃ আবু হানিফ, গ্রামঃ ঘোলদাড়ি, উপজেলাঃ আলমডাঙ্গা, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা

প্রশ্নঃ লাউয়ের বয়স্ক পাতায় বাদামি হলুদ দাগ হয়, ধীরে ধীরে পাতা পুড়ে যায়, কী করলে সমাধান পাব?

উত্তরঃ লাউ গাছের এ ধরনের সমস্যা সারকোস্পোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। এ রোগে পাতায় পানি ভেজা দাগের মতো ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। দাগগুলো একত্রে বড় হয়ে বাদামি রঙ ধারণ করে। পরে আক্রান্ত পাতাগুলো শুকিয়ে যায়। এ রোগ প্রতিকারে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ১ গ্রাম ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে লাউ গাছে সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। তবেই আপনি এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

মোঃ হেলাল উদ্দীন, গ্রামঃ গৌরাঙ্গপুর, উপজেলাঃ মোহনপুর, জেলাঃ রাজশাহী

প্রশ্নঃ পানের পাতায় কালো পানি ভেজা দাগ হয়ে আস্তে আস্তে পচে যায়। কী করলে উপকার পাব?

উত্তরঃ সাধারণত বর্ষা মৌসুমে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে নিচের পাতার আগায় বা কিনারায় প্রথমে হলুদ বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। দাগ আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে যেতে থাকে। আবার তাপমাত্রা বেশি হলেও এ রোগ বেড়ে যায়। এ ধরণের সমস্যায় কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করলে সুফল পাবেন।

মোঃ জয়নাল উদ্দীন, গ্রামঃ সাহেদাপুর, উপজেলাঃ নাঙ্গলকোট, জেলাঃ কুমিল্লা

প্রশ্নঃ স্ট্রবেরির পাতায় প্রথমে বাদামি, পরে কালো দাগ পড়ে, এর প্রতিকার কী?

উত্তরঃ স্ট্রবেরির এ সমস্যাটিকে পাতায় দাগ পড়া রোগ বলে। ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগ প্রতিকারে ফেনামিডন ও মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ থেকে ১৫ দিন পর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করলে আপনি সুফল পাবেন।

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক পরিদর্শন

ফসলের রোগসংক্রান্ত জিজ্ঞাসা

প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা

আপনাদের কঠোর পরিশ্রমে আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফসল ফলাতে গিয়ে আপনারা নানাবিদ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতি মাসে উদ্ভিদ রোগবার্তা প্রকাশ করে থাকি। ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা আমাদের জানাতে পারেন। আমরা পরবর্তী সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের উত্তর জানাবো। এছাড়া আপনার কোন পরামর্শ বা মতামত থাকলে তাও আমাদের লিখে জানাতে পারেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ এর উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবে।

নির্বাহী সম্পাদক

ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক

ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক ফসলের রোগসংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। এটি ফসলের রোগ নিয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন তথ্যভান্ডার। এখানে দেশে চাষকৃত ১১৪ টি ফসলের ৫৩৪ টি রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থাপনা ছবিসহ দেয়া রয়েছে। এখানে ছবি দেখে কৃষক/ ব্যবহারকারী ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান পেতে পারেন। প্রক্রিয়াটি চলমান। সম্মানিত ব্যবহারকারিগণের যে কোন মতামত এ কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করবে । সেবাটি পেতে ব্রাউজ করন **http://plantdiseaseclinic.com/**

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক

"প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক" শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের কৃষি বিষয়ক একটি নাগরিক সেবা কার্যক্রম। এখানে ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন নমুনা প্রেরণ করা যায়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়। এছাড়াও এখানে বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, জৈব বালাইনাশক সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। দেশের যে কোন নাগরিক এ সেবাগুলো "প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক" থেকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন বা আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কৃতজ্ঞতা

এই বুলেটিনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষাখাতে উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে বাস্তবায়নাধীন "Establishment of a Plant Disease Clinic at Sher-e-Bangla Agricultural University in Dhaka, Bangladesh" - শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বুলেটিনটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বুকপোষ্ট

প্রেরক	প্রাপক
প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।	নামঃ ---------- ঠিকানাঃ ---------- ---------- ----------

উদ্ভিদ রোগবার্তা গ্রাহক ফরম

নাম ঃ ----------

ঠিকানা ঃ ----------

মোবাইল নং ঃ ----------

আমি এক বছরের জন্য উদ্ভিদ রোগবার্তার গ্রাহক হতে চাই। উক্ত সময়ের জন্য কুরিয়ার ফি বাবদ ২০০/- (দুই শত) টাকা বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ০১৮১৯৮২৩০৩০ নম্বরে পাঠাচ্ছি। আমাকে আগামী ---------- সংখ্যা থেকে আগামী ---------- সংখ্যা পর্যন্ত বুলেটিনগুলো পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বাক্ষর